মেধা সম্পদ কী?

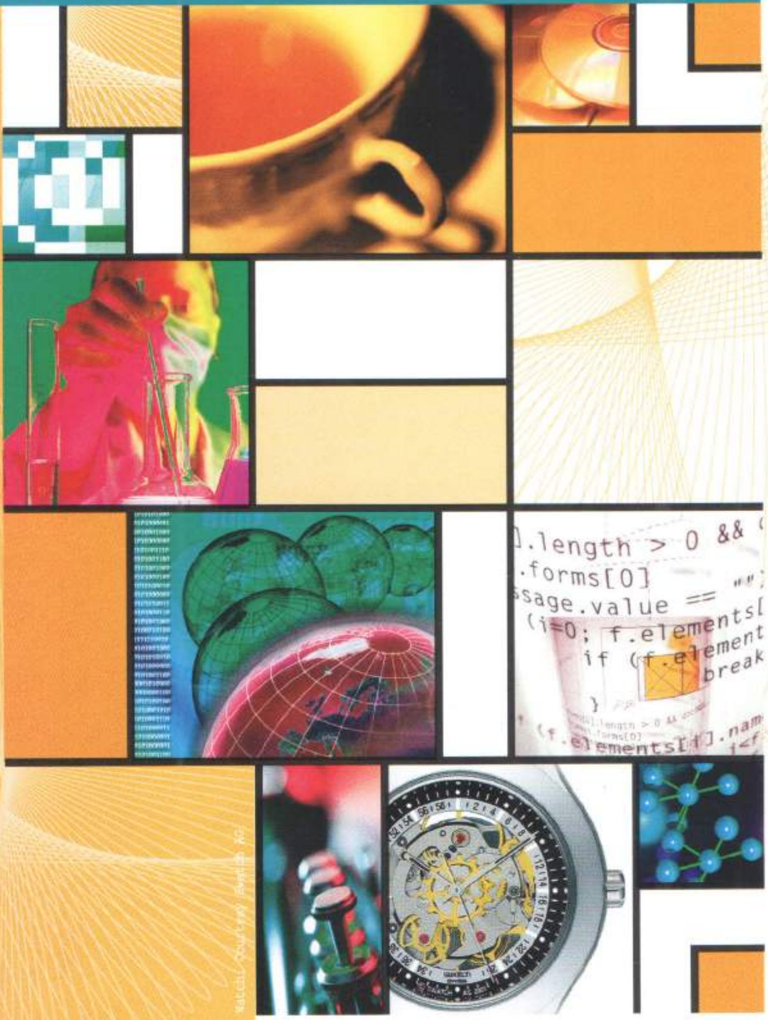

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।

WIPO স্বত্ব (২০০৬) আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (**WIPO**), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of **WIPO** assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.

This translated publication was financed under the **EU-WIPO** Intellectual Property Rights Project for Bangladesh

European Union

WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

মেধা সম্পদ কী?

সূচি পত্র

	পৃষ্ঠা
মেধা সম্পদ কী?	২
পেটেন্ট কী?	৫
ট্রেডমার্ক কী?	৮
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কী?	১২
ভৌগোলিক পরিচিতি কী?	১৪
কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার কী?	১৮
বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা কী?	২২

মেধা সম্পদ কী?

মানুষের ভাবনাজাত সৃষ্টিই মেধা সম্পদ। যেমন : উদ্ভাবন, সাহিত্য ও শৈল্পিক কর্ম এবং ব্যবসায়ে ব্যবহৃত প্রতীক, নাম ও ইমেজ বা ছবি। মেধা সম্পদ দু'টি শাখায় বিভক্ত :

- **ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি'র** (শিল্পসম্পদ) মধ্যে রয়েছে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্প নকশা) এবং ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন)।

- **কপিরাইট**-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উপন্যাস, কবিতা ও নাটক, চলচ্চিত্র, সঙ্গীতসহ সাহিত্যকর্ম এবং ড্রয়িং, পেইন্টিং, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য নকশাসহ নান্দনিক কর্ম। কপিরাইট সংশ্লিষ্ট অধিকারের মধ্যে রয়েছে শিল্পীদের (পারফর্মার) অধিকার, ফনোগ্রাম প্রযোজকদের অধিকার, রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার সংস্থার অধিকার।

মেধা সম্পদ কী?

মেধা সম্পদ অধিকার কোনগুলো?

মেধা সম্পদ অধিকার অন্য যে কোনো সম্পদ অধিকারের মত– এই অধিকার পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক বা কপিরাইট স্বত্বাধিকারীকে তার কাজ বা বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার সুবিধা প্রদান করে। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ২৭ নং অনুচ্ছেদে এসব অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। এ ধারায় কোনো বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য বা নান্দনিক সৃষ্টির মালিকানা থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বস্তুগত স্বার্থ সংরক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সুফল ভোগের অধিকারের বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে।

মেধা সম্পদের গুরুত্বের বিষয়টি প্রথম স্বীকৃত হয় ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার প্যারিস সম্মেলন (প্যারিস কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি) এবং ১৮৮৬ সালে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও শৈল্পিক কর্ম সুরক্ষার বার্ন সম্মেলনে (বার্ন কনভেনশন ফর দা প্রটেকশন অব লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস)। উভয় চুক্তিই পরিচালনা করছে বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO)।

কেন মেধা সম্পদ প্রসার ও সংরক্ষণ করবেন?

মেধা সম্পদ প্রসার ও সংরক্ষণের কতগুলো যৌক্তিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, মানবজাতির অগ্রগতি ও কল্যাণ নির্ভর করে প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক জগতে নতুন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতার ওপর। দ্বিতীয়ত, এ জাতীয় নতুন সৃষ্টিকর্ম গুলোর আইনি সুরক্ষা এ খাতে অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, যা আরো নতুন নতুন সৃষ্টিকর্মের সম্ভাবনা তৈরি করে। তৃতীয়ত, মেধা সম্পদের প্রসার ও সংরক্ষণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে এবং জীবন-যাপনের মান বৃদ্ধি করে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে মেধা সম্পদের সম্ভাবনা উপলব্ধিতে একটি কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত মেধা সম্পদ ব্যবস্থা বিশ্বের সবগুলো দেশকে সহায়তা করতে পারে । এই ব্যবস্থা উদ্ভাবকের স্বার্থ ও জনস্বার্থের মধ্যে একটি চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে, এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে সবার মঙ্গলের জন্য সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

গড়পড়তা মানুষ কিভাবে লাভবান হতে পারে?

মেধা সম্পদ অধিকার পুরস্কৃত করে সৃষ্টিশীলতা ও মানব প্রচেষ্টাকে,সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেটা প্রধান প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে :

- বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের চলচ্চিত্র, রেকর্ডিং, প্রকাশনা ও সফটওয়্যার শিল্প বিশ্বের সব প্রান্তের শত কোটি মানুষের মনে যে বিনোদন জোগায় তার অস্তিত্বই থাকত না, যদি কপিরাইট সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকত।
- ভোক্তারা কোনো ভাবেই আস্থার সঙ্গে পণ্য বা সেবা কিনতে সক্ষম হত না, যদি নকল বা পাইরেসি নিরুৎসাহে নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক সুরক্ষা আইন এবং কার্যকরীকরণ ব্যবস্থা না থাকত।
- পেটেন্ট ব্যবস্থা প্রদত্ত পুরস্কারের সুবিধা না থাকলে গবেষক এবং উদ্ভাবকরা ভোক্তাদের জন্য উন্নত ও কার্যকর পণ্য উৎপাদনে তেমন উৎসাহবোধ করতেন না।

পেটেন্ট কী?

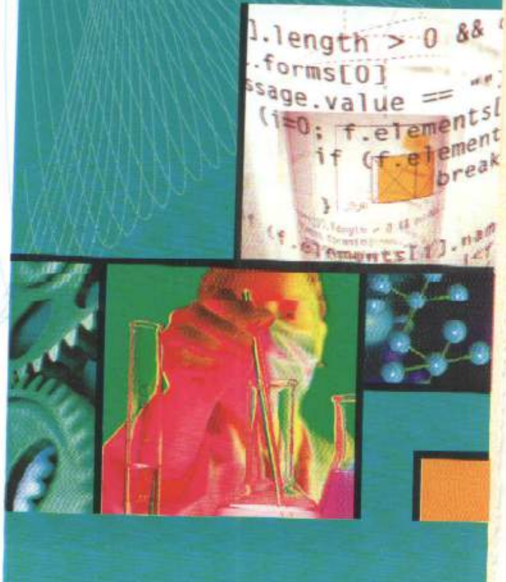

পেটেন্ট কী?

পেটেন্ট হচ্ছে একচেটিয়া অধিকার, কোনো কিছু উদ্ভাবনের জন্য এটা অনুমোদন করা হয়। উদ্ভাবনটি হতে পারে একটি পণ্য বা একটি প্রক্রিয়া যা কোনো কিছু সম্পাদনের নতুন পদ্ধতি প্রদান করে বা কোনো সমস্যার নতুন কারিগরী সমাধান প্রস্তাব করে।

একটি পেটেন্ট এর মালিককে তার উদ্ভাবনের সুরক্ষা প্রদান করে। সীমিত সময়ের জন্য এই সুরক্ষা বলবৎ থাকে, সাধারণত ২০ বছর পর্যন্ত।

কোন ধরনের সুরক্ষার প্রস্তাব করে পেটেন্ট?

পেটেন্ট সুরক্ষার অর্থ হচ্ছে পেটেন্ট মালিকের অনুমতি ছাড়া তার উদ্ভাবনটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করা যাবে না। পেটেন্ট সংশ্লিষ্ট অধিকারগুলো সাধারণত কার্যকর করে আদালত, যে প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পেটেন্ট লঙ্ঘন বন্ধের কর্তৃত্ব রাখে। আবার, আদালত তৃতীয় কোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে একটি পেটেন্টকে অবৈধও ঘোষণা করতে পারে।

পেটেন্ট মালিকের কী অধিকার রয়েছে?

পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনটি অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কে বা কারা ব্যবহার করতে পারবে বা কারা পারবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার একজন পেটেন্ট মালিকের রয়েছে। পেটেন্ট মালিক পারস্পারিকভাবে সম্মত কোনো চুক্তির মাধ্যমে অন্য কোনো পক্ষকে তার উদ্ভাবনটি ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন বা লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন। এছাড়া পেটেন্ট মালিক তার উদ্ভাবনটির অধিকার অন্য কারো কাছে বিক্রিও করে দিতে পারেন, যার কাছে বিক্রি করবেন তিনি হবেন ঐ পেটেন্টের নতুন মালিক। পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হলে এর

সুরক্ষাও শেষ হয় এবং উদ্ভাবনটি তখন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ এর ওপর মালিকের একচেটিয়া অধিকার আর থাকে না, অন্যরা নিজেদের সুবিধা মতন কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সেটা ব্যবহার করতে পারে।

পেটেন্ট কেন প্রয়োজন?

বিপণনযোগ্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি ও বস্তুগত পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে পেটেন্ট ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দীপ্ত করে। এই পুরস্কার পুনরায় নতুন কিছু প্রবর্তনে উৎসাহ জোগায়, যা মানুষের জীবন-যাপনের মান ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রতিদিনকার জীবনে পেটেন্ট কি ভূমিকা রাখে?

পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন আসলে মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে–বৈদ্যুতিক বাতি (পেটেন্ট স্বত্বাধিকারী এডিসন ও সোয়ান) থেকে প্লাস্টিক (পেটেন্ট স্বত্বাধিকারী বেকল্যান্ড),বলপয়েন্ট কলম (পেটেন্ট স্বত্বাধিকারী বিরো) থেকে মাইক্রো প্রসেসর (উদাহারন স্বরূপ পেটেন্ট স্বত্বাধিকারী ইন্টেল)।

বিশ্বের কারিগরী জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পেটেন্ট সুরক্ষার বিনিময়ে সব পেটেন্ট মালিক তাদের উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকেন। ক্রমবর্ধমান এই জ্ঞান ভান্ডার অন্যদের মধ্যে আরো বেশি সৃষ্টিশীলতা ও নতুন উদ্ভাবনের প্রসার ঘটায়। এভাবে, পেটেন্ট কেবল এর মালিককে সুরক্ষা প্রদান করে না, একইসঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষক ও উদ্ভাবকদের মূল্যবান তথ্য দিয়েও অনুপ্রাণিত করে।

পেটেন্ট কিভাবে মঞ্জুর করা হয়?

পেটেন্ট লাভের প্রথম ধাপটি হচ্ছে একটি পেটেন্ট আবেদনপত্র দাখিল করা। এই আবেদনপত্রে সাধারণত উদ্ভাবনের নাম ও কোন কারিগরী শাখায় এটা প্রযোজ্য সে বিষয়ক তথ্য থাকে। তাছাড়া আবেদনপত্রে উদ্ভাবনটির পটভূমি ও এর বিস্তারিত বিবরণ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করতে হয়, যেন ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে গড়পড়তা ধারণা সম্পন্ন কোনো ব্যাক্তি এটা ব্যবহার করতে পারেন বা পুনরুৎপাদনে সক্ষম হন। বিবরণের পাশাপাশি বিষয়টি আরো বোধগম্য করতে দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান যেমন ড্রয়িং,পরিকল্পনা, বা ডায়াগ্রামও প্রদান করতে হয়। আবেদনপত্রে আরো থাকে বিভিন্ন ধরনের 'দাবি', অর্থাৎ, এমন সব তথ্য যা পেটেন্টের মাধ্যমে মঞ্জুরকৃত সুরক্ষার মেয়াদ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

কোন ধরনের উদ্ভাবনগুলো সুরক্ষা করা যায়?

পেটেন্টের মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে হলে একটি উদ্ভাবনকে অবশ্যই কিছু শর্তপূরণ করতে হবে। উদ্ভাবনটির বাস্তবিক ব্যবহার থাকবে; এতে থাকবে অভিনব কিছু উপাদান, অর্থাৎ নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো ওই কারিগরি ক্ষেত্রে বিদ্যমান জ্ঞান ভান্ডারে অপরিচিত। বিদ্যমান জ্ঞান ভান্ডারকে বলা হয় 'প্রায়র আর্ট'। একটি উদ্ভাবনে অবশ্যই থাকতে হবে একটি উদ্ভাবনকুশল পদক্ষেপ বা ধাপ যেন গড়পড়তা জ্ঞানসহ সংশ্লিষ্ট কারিগরী শাখার কেউ তা অনুমান করতে না পারেন। চূড়ান্ত বিচারে, আইন অনুসারে এর বিষয়বস্তু 'পেটেন্টযোগ্য' বলে স্বীকৃত হতে হবে। অনেক দেশেই সাধারণত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গাণিতিক পদ্ধতি, উদ্ভিদ বা প্রাণীর ভিন্ন প্রজাতি, প্রাকৃতিক বস্তু আবিষ্কার, বাণিজ্যিক পদ্ধতি বা চিকিৎসা সেবার পদ্ধতি (চিকিৎসা সামগ্রী ব্যতীত) পেটেন্টযোগ্য নয়।

কে পেটেন্ট অনুমোদন করে?

পেটেন্ট মঞ্জুর করে জাতীয় পেটেন্ট অফিস বা আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিস। আঞ্চলিক পেটেন্ট অফিস অনেকগুলো দেশের হয়ে কাজ করে, যেমন ইউরোপীয় পেটেন্ট অফিস (EPO) এবং আফ্রিকান মেধা সম্পদ সংস্থা (OAPI)। এ ধরনের আঞ্চলিক পদ্ধতিতে, একটি মাত্র আবেদন পত্রের মাধ্যমে এক বা একাধিক দেশে পেটেন্ট সুরক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করা যায় এবং প্রত্যেকটি দেশ তাদের ভূখন্ডে সুরক্ষার আবেদন গ্রহণ করবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। WIPO পরিচালিত পেটেন্ট সহযোগিতা চুক্তি (পেটেন্ট কোঅপারেশন ট্রিটি–PCT) এক্ষেত্রে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আবেদনপত্র দাখিলের সুবিধা প্রদান করে, যেটা অনেকটা নিজ দেশের পেটেন্ট অফিসে আবেদন করার মত। সুরক্ষা পেতে আগ্রহী কোনো আবেদনকারী একটি মাত্র আবেদন দাখিল করতে পারেন এবং যতগুলো দেশ সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তার সবগুলোতে দেশে তিনি সেটা সুরক্ষার অনুরোধ জানাতে পারেন।

ট্রেডমার্ক কী?

ট্রেডমার্ক একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক চিহ্ন বা প্রতীক, যেটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত বা সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবাকে শনাক্ত করে। ট্রেডমার্কের সূত্রপাত সেই প্রাচীনকাল থেকে, যখন থেকে কারিগররা তাদের শৈল্পিক বা নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে স্বাক্ষর বা 'মার্কা' ব্যবহার করতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মার্কাগুলোই আজকের দিনের ট্রেডমার্ক নিবন্ধন ও সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা ক্রেতাদের একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা শনাক্ত করতে ও কিনতে সাহায্য করে, কারণ পণ্যটির অনন্য ট্রেডমার্কের মাধ্যমে নির্দেশিত প্রকৃতি ও মান তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

ট্রেডমার্ক কী?

ট্রেডমার্কের কাজ কী?

একটি ট্রেডমার্ক এর মালিককে কোনো পণ্য বা সেবা শনাক্ত করতে সেই মার্কা ব্যবহার করার বা অর্থের বিনিময়ে অন্য কাউকে সেটা ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। সংরক্ষণের মেয়াদ কমবেশি হতে পারে, কিন্তু নির্ধারিত ফি প্রদানের ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এটা নবায়ন করা যেতে পারে। ট্রেডমার্ক সুরক্ষা কার্যকর করে আদালত, যে প্রতিষ্ঠানটি অধিকাংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় লঙ্ঘন প্রতিরোধের কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠান।

বৃহত্তর অর্থে, ট্রেডমার্ক এর মালিককে স্বীকৃতি ও আর্থিক প্রণোদনাসহ পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগী মনোভাব ও শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটায়। ট্রেডমার্ক সুরক্ষা অসাধু প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা, যেমন একই প্রতীক ব্যবহার করে বাজারে নিম্ন মানের বা ভিন্ন পণ্য বা সেবা বিপণন করার নকলবাজদের প্রচেষ্টাকেও বাধাগ্রস্ত করে। ট্রেডমার্ক ব্যবস্থা সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত শর্তে দক্ষ ও উদ্যোগী মনোভাবাপন্ন মানুষদেরকে পণ্য এবং সেবা উৎপাদন ও বিপণনে সক্ষম করে তোলে, আর এ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা দিয়ে থাকে।

কোন ধরনের ট্রেডমার্কগুলো নিবন্ধন করা যায়?

নিবন্ধন করার সম্ভাবনা আসলে সীমাহীন। ট্রেডমার্ক হতে পারে এক বা একাধিক শব্দ, বর্ণ ও সংখ্যা। স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে এখানে থাকতে পারে ড্রয়িং, প্রতীক, ত্রিমাত্রিক চিহ্ন যেমন পণ্যের আকৃতি ও মোড়ক, শ্রবণযোগ্য চিহ্ন যেমন সঙ্গীত বা শব্দ, ঘ্রাণ, বা রঙ।

পণ্য বা সেবার বাণিজ্যিক উৎস শনাক্তকারী ট্রেডমার্ক ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণীর মার্কা রয়েছে। কালেক্টিভ মার্কস-এর মালিক থাকে একটি সংঘ বা সমিতি, যার সদস্যরা ঐ সমিতি নির্ধারিত মান ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে তাদের পণ্যে ঐ মার্কা ব্যবহার করেন। এ জাতীয় সমিতির উদাহরণ হচ্ছে হিসাবরক্ষক, প্রকৌশলী বা স্থাপত্যবিদদের সমিতি বা সংঘ। পূর্বনির্ধারিত মানের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখলে সার্টিফিকেশন মার্কস প্রদান করা হয়, কিন্তু এই মার্কা সদস্য সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে কাউকে এটা অনুমোদন দেয়া যেতে পারে যদি সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়তা দেয় যে,

তার পণ্য নির্ধারিত গুণমান পূরণ করছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'ISO ৯০০০' আদর্শমান হচ্ছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য এ জাতীয় সনদের একটি উদাহরণ।

কিভাবে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা যায়?

ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট জাতীয় বা আঞ্চলিক ট্রেডমার্ক অফিসে একটি আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত মার্কার একটি অনুলিপি বা কপি অবশ্যই এই আবেদনপত্রে থাকবে, সেই অনুলিপি হতে পারে যে কোনো রঙের, আকারের বা ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। যেসব পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে ঐ মার্কা ব্যবহার করা হবে ঐ আবেদন পত্রে সেগুলোর তালিকাও থাকতে হবে। ট্রেডমার্ক হিসেবে বা অন্য শ্রেণীর কোনো মার্কা হিসেবে সংরক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি ট্রেডমার্ক বা প্রতীককে নির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ করতে হবে। ট্রেডমার্কটি অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যমূলক হবে, যেন ভোক্তারা অন্য যে কোনো ট্রেডমার্ক থেকে সেটা আলাদা করতে পারেন এবং ঐ ট্রেডমার্কের সাহায্যে একটি বিশেষ পণ্যকে চিহ্নিত করতে পারেন। তবে, কোনোভাবেই সেই ট্রেডমার্ক ভোক্তাকে প্রতারিত করতে পারবে না বা মূল্যবোধ বা নৈতিকতা বিরোধী হতে পারবে না।

চূড়ান্তভাবে, যে অধিকারগুলোর জন্য আবেদন করা হয়েছে তা কখনই ইতিমধ্যে মঞ্জুর করা অন্য ট্রেডমার্ক মালিকের অধিকারের মত বা একই ধরনের হতে পারবে না। জাতীয় ট্রেডমার্ক অফিসের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও নিরীক্ষা করে অধিকারের বিষয়টি নির্ধারিত হতে পারে অথবা হুবহু বা একই ধরনের অধিকার দাবি করছেন এমন তৃতীয় কোনো পক্ষের বিরোধিতার মাধ্যমেও বিষয়টি নির্ধারিত হতে পারে।

ট্রেডমার্ক সুরক্ষা কি ব্যাপকতা?

বিশ্বের প্রায় সব দেশই ট্রেডমার্ক নিবন্ধন ও এর সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। প্রত্যেকটি জাতীয় বা আঞ্চলিক অফিস একটি 'ট্রেডমার্ক রেজিস্টার' রাখে যেখানে যাবতীয় মার্কার নিবন্ধনও নবায়ন সম্পর্কিত পরিপূর্ণ তথ্য থাকে। ফলে নিরীক্ষা, অনুসন্ধান এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের সম্ভাব্য বিরোধিতার বিষয়টিও সহজ হয়ে যায়। এ ধরনের নিবন্ধনের প্রভাব যদিও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে (অথবা, আঞ্চলিক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো দেশের মধ্যে) সীমিত।

প্রতিটি জাতীয় বা আঞ্চলিক অফিসে আলাদা করে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা পরিহার করতে WIPO ট্রেডমার্কের আন্তর্জাতিক নিবন্ধনের একটি পদ্ধতি পরিচালনা করছে। দুটি চুক্তির মাধ্যমে এই পদ্ধতি পরিচালিত হয়– একটি হচ্ছে মার্কার আন্তর্জাতিক নিবন্ধন বিষয়ে মাদ্রিদ চুক্তি এবং অপরটি মাদ্রিদ প্রটোকল। এ দুটি চুক্তির পক্ষ বা অংশীদার এমন কোনো দেশের সঙ্গে যদি কোনো ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে (জাতীয়তা, স্থায়ী নিবাস বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে), তাহলে ঐ ব্যক্তি সেই দেশের ট্রেডমার্ক অফিসে নিবন্ধনের আবেদন করে একটি আন্তর্জাতিক নিবন্ধন লাভ করতে পারেন, যেটা মাদ্রিদ ইউনিয়নের সবগুলো দেশে বা কয়েকটিতে কার্যকর হবে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কী?

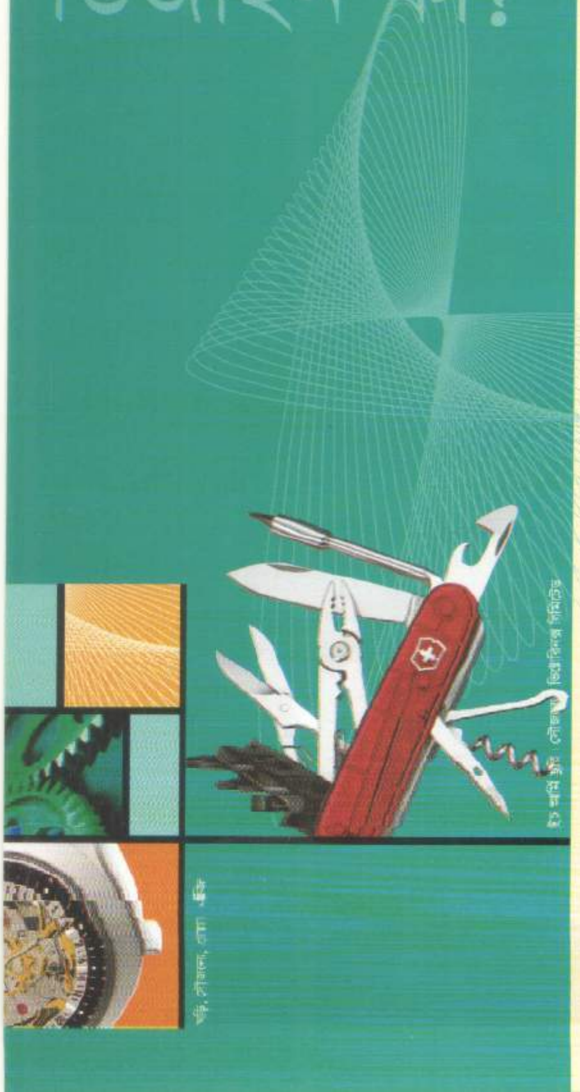

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কী?

একটি বস্তুর শোভাবর্ধক বা নান্দনিক দিক হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন (শিল্পনকশা)। এ ডিজাইন হতে পারে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেমন কোনো বস্তুর আকার বা উপরিভাগ অথবা হতে পারে দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেমন প্যাটার্ন, লাইন বা রঙ।

শিল্প ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন প্রযোজ্য হতে পারে : কারিগরী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে ঘড়ি, অলংকার ও অন্যান্য বিলাস দ্রব্য; গৃহসামগ্রী ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে শুরু করে যানবাহন ও স্থাপত্য কাঠামো; বস্ত্র ডিজাইন থেকে শুরু করে অবসর সময়ে ব্যবহৃত সামগ্রী।

অধিকাংশ দেশের জাতীয় আইনের অধীনে সুরক্ষিত হতে হলে, একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনকে অবশ্যই নতুন বা মৌলিক এবং ননফ্যাংশনাল হতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন প্রাথমিকভাবে হবে নান্দনিক প্রকৃতির এবং যেসব কারিগরী বৈশিষ্ট্য সুরক্ষার জন্য আবেদন করা হচ্ছে যা আগে থেকে সুরক্ষিত নেই।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষার প্রয়োজন কেন?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হচ্ছে এমন বিষয় যা পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে; এ কারণে, এটা পণ্যে বাণিজ্যিক মূল্য যোগ করে এবং এর বিপণনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন যখন সুরক্ষিত থাকে, তখন এর মালিককে–যে ব্যক্তি বা স্বত্বা এটা নিবন্ধন করেছে–একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয় যেন তৃতীয় কোনো পক্ষ অবৈধ ভাবে এটা নকল করতে না পারে বা অনুরূপ ডিজাইন ব্যবহার না করে। এই অধিকার বিনিয়োগ থেকে সন্তোষজনক লভ্যাংশ আসার নিশ্চয়তা দেয়। ডিজাইন সুরক্ষার একটি কার্যকর ব্যবস্থা উন্নত প্রতিযোগিতা ও সৎ বাণিজ্য রীতি প্রবর্তন করে, সৃষ্টিশীলতা উসকে দেয় এবং আরো দৃষ্টিনন্দন পণ্য প্রবর্তনের মাধ্যমে ভোক্তা ও সাধারণভাবে জনগণকে লাভবান করে।

শিল্প ও উৎপাদন খাতসহ ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু শিল্পে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পণ্যের রফতানি বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন উন্নয়ন ও সংরক্ষণ তুলনামূলক-ভাবে হতে পারে সহজ ও সস্তা। শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্পী ও কারিগর সবাই এর সুফল নিতে পারে।

কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষিত রাখা যায়?

অধিকাংশ দেশেই আইনের অধীনে সুরক্ষিত থাকার জন্য একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধনযোগ্য হওয়ার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ডিজাইনটি অবশ্যই হবে 'নতুন' বা 'মৌলিক'। এ জাতীয় শব্দের ব্যাখ্যা এক এক দেশে এক এক রকম, নিবন্ধন প্রক্রিয়াও কিছুটা ভিন্ন। সাধারণভাবে, 'নতুন' মানে হুবহু বা প্রায় কাছাকাছি কোনো ডিজাইনের অস্তিত্ব এর আগে ছিল না। নিবন্ধিত হওয়ার পরই সাধারণত নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হয়। নিবন্ধনের পর সাধারণত ৫ বছরের জন্য ডিজাইন সুরক্ষিত থাকে, পরবর্তী সময়ে নবায়িত হওয়ার সুবিধা থাকে সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত।

একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কপিরাইট আইনের অধীনে ব্যবহারিক শিল্প হিসেবেও সুরক্ষিত হতে পারে, তবে এটা নির্ভর করে নির্দিষ্ট কোন দেশের জাতীয় আইন ও ডিজাইনের ধরণের ওপর। কোনো কোনো দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এবং কপিরাইট সুরক্ষা

এক সঙ্গেই থাকতে পারে। অন্যান্য দেশে এ দু'টির যে কোনো একটি বেছে নিতে হয় : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হিসেবে নিবন্ধিত হলে কপিরাইটের অধীনে ব্যবহারিক শিল্প হিসেবে সুরক্ষা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ একটি বেছে নিলে অন্যটির সুবিধা আর পাওয়া যাবে না।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অসাধু প্রতিযোগিতা আইনের অধীনেও সুরক্ষিত হতে পারে, যদিও সুরক্ষার শর্ত ও অধিকার এবং ক্ষতিপূরণ উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে।

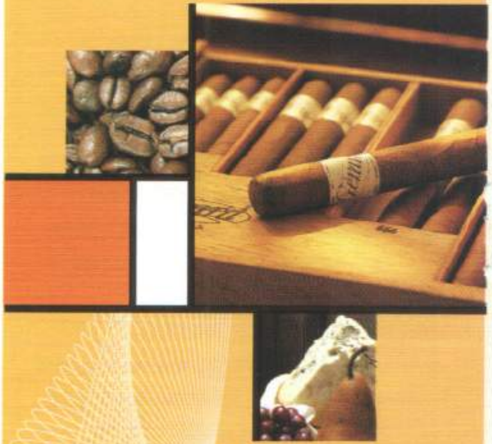

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষা কতটা বিস্তৃত?

সাধারণভাবে, যে দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধিত সে দেশের মধ্যেই এর সুরক্ষা সীমাবদ্ধ। ইন্টারন্যাশনাল ডিপোজিট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনস বিষয়ক হেগ চুক্তির অধীনে (WIPO পরিচালিত একটি চুক্তি) ডিজাইনের আন্তর্জাতিক নিবন্ধনের একটি কার্যবিধি রয়েছে। আবেদনকারী কেবল একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আবেদন WIPO কার্যালয়ে বা ঐ চুক্তিরপক্ষ কোনো দেশের জাতীয় অফিসে দাখিল করতে পারেন। ফলে চুক্তির অধীন যতগুলো দেশে আবেদনকারী চাইবেন, ততগুলো দেশে ডিজাইনটি সুরক্ষিত হবে।

ভৌগোলিক পরিচিতি কী?

ভৌগোলিক পরিচিতি কী?

ভৌগোলিক পরিচিতি বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন হচ্ছে একটি চিহ্ন বা প্রতীক, যে প্রতীকের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক উৎস রয়েছে এবং যে প্রতীক ঐ ভৌগোলিক উৎস জনিত নির্দিষ্ট গুণমান বা সুনাম ধারণ করে। আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, একটি ভৌগোলিক পরিচিতিতে পণ্যের উৎপাদন স্থানের নাম থাকে। কৃষিজাত পণ্য সাধারণত যে স্থানে উৎপাদিত হয় সেখানকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, বিশেষ করে জলবায়ু ও মাটিরমত স্থানীয় ভৌগোলিক উপাদানের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। একটি চিহ্ন বা প্রতীক ভৌগোলিক পরিচিতি হিসেবে কাজ করবে কি করবে না তা নির্ভর করে একটি দেশের জাতীয় আইন ও ভোক্তাদের উপলব্ধির ওপর। বেশকিছু কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিচিতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন অলিভ ওয়েলের ক্ষেত্রে 'তাসকেনি', ইতালির তাসকেনি অঞ্চলে উৎপাদিত, অথবা পনিরের ক্ষেত্রে 'রোগফোর্ট', ফ্রান্সের ঐ অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য।

শুধুমাত্র কৃষিজাত পণ্যের মধ্যেই ভৌগোলিক পরিচিতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। এটা একটি পণ্যের বিশেষ কিছু গুণাগুণের ওপরও গুরুত্ব দিতে পারে যা অর্জিত হয় পণ্যটির উৎস ভূমির মানুষের কল্যাণে, যেমন ঐ অঞ্চলের বিশেষ উৎপাদন দক্ষতা ও ঐতিহ্য। পণ্যের উৎস অঞ্চলটি হতে পারে একটি গ্রাম বা শহর, একটি অঞ্চল বা দেশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'সুইজারল্যান্ড' বা 'সুইস'। অনেক দেশেই এটিকে ভৌগলিক পরিচিতি হিসাবে দেখা হয় যে পণ্যটি সুইজারল্যান্ডে তৈরি পণ্য, বিশেষ করে ঘড়ির ক্ষেত্রে।

উৎস পদবী কী?

পণ্যের উৎস পদবিও (অ্যাপালেশন অব অরিজিন) বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক পরিচিতি। বিশেষ গুণাগুণ সম্বলিত পণ্যে এটা ব্যবহার করা হয়, যে ভৌগোলিক আবহাওয়ায় পণ্যটি উৎপাদিত হয়েছে কেবলমাত্র তার কারণেই পণ্যটি সেই বিশেষ গুণাগুণ ধারণ করে। উৎস পদবিও ভৌগোলিক পরিচিতি ধারণার অন্তর্ভুক্ত। যেসব দেশ উৎস সুরক্ষার লিসবন চুক্তির অধিভুক্ত (লিসবন এগ্রিমেন্ট ফর দা প্রটেকশন অব অরিজিন) সেসব দেশে উৎস পদবি সুরক্ষিত। আন্তর্জাতিকভাবে নিবন্ধিত পণ্যগুলো হচ্ছে, মদের ক্ষেত্রে 'বোর্দো', উৎপাদিত হয় ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলে, তামাকের ক্ষেত্রে 'হাভানা', কিউবার হাভানা অঞ্চলে উৎপাদিত বা স্পিরিটের ক্ষেত্রে 'টাকিলা', মেক্সিকোর নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য।

ভৌগোলিক পরিচিতি সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন?

পণ্যের মান ও উৎস স্থান বোঝাতেই যে ভৌগোলিক পরিচিতি ব্যবহার করা হয় ভোক্তারা তা জানেন। এ জাতীয় পণ্যের মধ্যে অনেক গুলোই বিশ্ব বাজারে দারুন সুনাম অর্জন করেছে। যদি এটা কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করা না যায় তাহলে অসাধু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভুলভাবে উপস্থাপনের সুযোগ থেকে যায়। অননুমোদিত কোনো পক্ষের মাধ্যমে ভৌগোলিক পরিচিতির মিথ্যা ব্যবহার ভোক্তা ও বৈধ উৎপাদকের জন্য ক্ষতিকর, যেমন দার্জিলিংয়ের চা বাগানে উৎপাদিত নয় এমন চায়ের ক্ষেত্রে 'দার্জিলিং' ব্যবহার। এতে ভোক্তারা প্রতারিত হন এবং বৈধ প্রস্তুতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হন। ক্রেতারা বিশ্বাস করেন নির্দিষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ একটি খাঁটি জিনিস কিনছেন, আসলে তারা কিনছেন মূল্যহীন নকল পণ্য। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এতে ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি হয় কারণ তারা মূল্যবান ব্যবসা হারায় এবং তাদের পণ্যের প্রতিষ্ঠিত সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভৌগোলিক পরিচিতি ও ট্রেডমার্কের মধ্যে পার্থক্য কী?

ট্রেডমার্ক একটি প্রতীক বা চিহ্ন, এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানির পণ্য ও সেবা আলাদা করতে এটা ব্যবহার করা হয়। ট্রেডমার্কের মালিক অন্য সবাইকে তার ট্রেডমার্কের ব্যবহার থেকে বিরত রাখার অধিকার লাভ করেন। একটি ভৌগোলিক পরিচিতি ভোক্তাদের অবগত করে যে, পণ্যটি নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে উৎপাদিত হয়েছে এবং এর মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো উৎপাদন স্থানের সঙ্গে জড়িত। ভৌগোলিক পরিচিতিতে যে অঞ্চল উল্লেখ থাকে সে অঞ্চলের সব উৎপাদক তাদের পণ্যে এটা ব্যবহার করতে পারে, যাদের পণ্যে একই গুণমান বজায় থাকে।

ভৌগোলিক পরিচিতি কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়?

জাতীয় আইন ও অন্যান্য আইনের মাধ্যমে ভৌগোলিক পরিচিতি সুরক্ষিত রাখা যায়। এ আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আইন, ভোক্তা অধিকার আইন, সার্টিফিকেশন মার্ক সংরক্ষণের আইন অথবা ভৌগোলিক পরিচিতি বা উৎস পদবি সুরক্ষিত রাখার জন্য বিশেষ আইন। প্রকৃত অর্থে, অননুমোদিত পক্ষ ভৌগোলিক পরিচিতি ব্যবহার করতে পারে না, যদি এ ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে ভোক্তার পাশাপাশি পণ্যের উৎস ভূমি সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয়। অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধে প্রয়োগযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে আদালতের স্থগিতাদেশ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা বা বিশেষ ক্ষেত্রে আটকাদেশ।

আন্তর্জাতিক স্তরে ভৌগোলিক পরিচিতি কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়?

ভৌগোলিক পরিচিতি সুরক্ষায় WIPO পরিচালিত বেশ কয়েকটি চুক্তি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার প্যারিস চুক্তি এবং উৎস পদবি সুরক্ষা ও সেগুলোর আন্তর্জাতিক নিবন্ধন বিষয়ক লিসবন চুক্তি।

'জেনেরিক' ভৌগোলিক পরিচিতি কী?

যদি কোনো স্থানের নাম পণ্যের উৎসভূমি ইঙ্গিত না করে একটি বিশেষ ধরণের পণ্যকে নির্দিষ্ট করতে বোঝানো হয় তাহলে সেই স্থানটি আর ভৌগোলিক পরিচিতি হিসেবে কাজ করে না। উদাহরণ হচ্ছে, 'Dijon Mustard' এক ধরনের সরিষা যেটা বহুবছর আগে থেকে ফ্রান্সের `Dijon' এলাকায় উৎপাদিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এটা সরিষার এক বিশেষ ধরণকে নির্দেশ করে, যেটা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। এ কারণে 'Dijon Mustard' এখন একটি জেনেরিক পরিচিতি এবং এটা পণ্যের একটি ধরণ নির্দেশ করে, কোনো অঞ্চলকে নয়।

ভৌগোলিক পরিচিতি সুরক্ষায় WIPO'র ভূমিকা কী?

WIPO বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি পরিচালনা করছে যেগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ভৌগোলিক পরিচিতি সুরক্ষার প্রতি নিবেদিত (বিশেষ করে, ১৮৮৩ সালে অনুষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি সুরক্ষার প্যারিস চুক্তি এবং উৎস পদবি সুরক্ষা ও সেগুলোর আন্তর্জাতিক নিবন্ধন বিষয়ক লিসবন চুক্তি)। এছাড়া WIPO'র সদস্য দেশগুলো এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষ ভৌগোলিক পরিচিতি আন্তর্জাতিকভাবে সুরক্ষার নতুন উপায় দিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার কী?

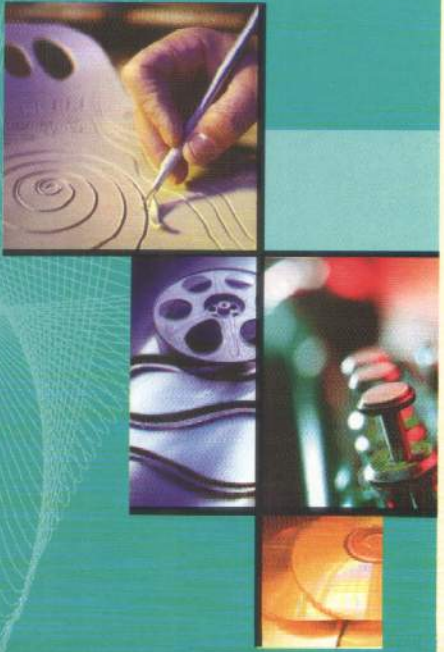

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার কী?

কপিরাইট হচ্ছে একাধিক আইনের সমন্বিত রূপ যেটা লেখক, শিল্পী এবং অন্যান্য উদ্ভাবকদের তাদের সাহিত্য ও শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মের সুরক্ষা প্রদান করে। এই সাহিত্য ও শৈল্পিক সৃষ্টিকর্মকে সাধারণত বলা হয় কাজ (works)। কপিরাইটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত কিছু অধিকারকে বলা হয় 'সম্পর্কিত অধিকার' যা কপিরাইটের মত হুবহু বা একই অধিকার প্রদান করে, যদিও এ অধিকার সীমিত এবং এর স্থায়িত্ব কম। সম্পর্কিত অধিকারের সুফল ভোগকারী হচ্ছেন :

- সম্পাদন বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শিল্পী (পারফর্মার) (যেমন, অভিনেতা ও সংগীত শিল্পী);
- শব্দ রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এর প্রযোজক (যেমন, ক্যাসেট রেকর্ডিং এবং কম্প্যাক্ট ডিস্ক);
- রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ।

কপিরাইটের আওতাধীন সৃষ্টিকর্মগুলো হচ্ছে (কিন্তু কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়) : উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রেফারেন্স ওয়ার্ক, সংবাদপত্র, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, ডাটাবেজ, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত রচনা, কোরিওগ্রাফি,

পেইন্টিং, ড্রয়িং, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞাপন, মানচিত্র এবং কারিগরী ড্রয়িং।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার কি কি অধিকার প্রদান করে?

সৃষ্টিকর্মের প্রণেতা কপিরাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকেন এবং তাদের ওয়ারিশ এবং উত্তরাধিকারীদেরও (রাইটহোল্ডার হিসেবে পরিচিত) কপিরাইট আইনের অধীনে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার থাকে। তারা এই সৃষ্টিকর্ম ব্যবহারের বা চুক্তিতে উপনীত কোনো শর্তে অন্যকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেন। একটি সৃষ্টিকর্মের রাইটহোল্ডাররা অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করতে পারেন :

- এর মুদ্রণ ও শব্দ রেকর্ডিংসহ সব আকারে পুনরুৎপাদন;
- জনসমক্ষে এর উপস্থাপনা এবং জনগণের মধ্যে প্রচার;
- এর সম্প্রচার;
- অন্য ভাষায় এর অনুবাদ;
- এবং এর অভিযোজন, যেমন উপন্যাসকে চলচ্চিত্রে রূপদান।

সম্পকিত অধিকারের অধীনেও রেকর্ডিং ও পুনরুৎপাদনের অধিকার মঞ্জুর করা হয়।

কপিরাইট ও সংশ্লিষ্ট অধিকার আইনের অধীনে সুরক্ষিত অনেক ধরনের সৃষ্টিকর্মের সফল প্রচারে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ব্যাপক ভিত্তিতে বিতরণ, যোগাযোগ এবং আর্থিক বিনিয়োগ (যেমন, প্রকাশনা, শব্দ রেকর্ডিং এবং চলচ্চিত্র); এ কারণে প্রায়শ সৃষ্টিকর্মের প্রণেতা তার অধিকার অর্থের বিনিময়ে অন্য কোনো কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেন যারা এ কাজের বাজার উন্নয়নে বেশ পটু। অর্থ এবং/ বা রয়্যালটির ভিত্তিতে এটি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। (ক্ষতিপূরনের ভিত্তি হল হলো ঐ কাজ থেকে অর্জিত আয়ের একটি শতকরা হার)।

কপিরাইটের অর্থনৈতিক অধিকারের একটি স্থায়িত্বকাল রয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট wipo চুক্তি সমূহে বর্নিত আছে এবং সাধারণত সৃষ্টিকর্মের সৃষ্টি ও রেকর্ডিংয়ের সময় থেকে প্রণেতার মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত। এক্ষেত্রে জাতীয় আইন আরো দীর্ঘসময়ের জন্য সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। সংরক্ষণের এই আইনে সৃষ্টিকারী ও তার ওয়ারিস এবং উত্তরাধিকারী সকলকে একটি ন্যায়সঙ্গত সময় পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট অধিকারের স্থায়িত্বকাল কম, সাধারণত শিল্পকর্মের উপস্থাপনা, রেকর্ডিং বা সম্প্রচারের পর থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত। কপিরাইট এবং শিল্পীদের সুরক্ষার মধ্যে নৈতিক অধিকারও অন্তর্ভুক্ত, এটা সেই অধিকার যা কোনো একটি কাজের স্বত্ব দাবি করতে পারে এবং সৃষ্টিকর্মে কোনো পরিবর্তনের বিরোধিতা করতে পারে, যা প্রণেতার সুনাম ক্ষুন্ন করে।

কপিরাইট এবং সম্পর্কিত অধিকার আইনের অধীনে প্রদানকৃত অধিকার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তরাধিকারী বা রাইটহোল্ডারও কার্যকর করতে পারেন। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে দেওয়ানী মামলা, ক্ষতিপূরণ আদায় এবং ফৌজদারি মামলা। অধিকার কার্যকর করতে স্থগিতাদেশ, নকল সামগ্রী ধ্বংসের আদেশ, পরিদর্শনের আদেশ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষার সুফল কী?

মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে লালন-পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদান হচ্ছে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষা। স্বীকৃতি ও সন্তোষজনক আর্থিক পুরস্কার লেখক, শিল্পীও সৃষ্টিকারীদের কর্ম চাঞ্চল্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং প্রায়শ তারা সৃষ্টিশীল কাজ উপহার দেন। এছাড়া, এসব অধিকারের অস্তিত্ব ও কার্যকরীকরণ নিশ্চিত করলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কিছু তৈরি, উন্নয়ন ও বৈশ্বিক বিতরণে সহজেই বিনিয়োগ করতে পারে। বিনিময়ে এটা বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিনোদনে মানুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে এবং এগুলো উপভোগের সুবিধা প্রদান করে। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত করে।

প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে কিভাবে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার তাল মিলিয়ে চলছে?

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভাবনীয় সাফল্যের ফলে গত কয়েক দশক ধরে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপকহারে বিস্তৃত হয়েছে। প্রাযুক্তিক এই উন্নয়ন সৃষ্টিকর্ম বিতরণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যেমন স্যাটেলাইট সম্প্রচার, কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি, ডিভিডি। প্রযুক্তির সর্বশেষ উন্নয়ন হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্ম বিতরণ, যেটা কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বিষয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। সাইবার জগতে কপিরাইট সুরক্ষার নতুন মানদণ্ড নির্ধারণের চলমান আন্তর্জাতিক বিতর্কে WIPO ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি WIPO কপিরাইট চুক্তি (WCT) এবং WIPO পারফরমেন্স ও ফনোগ্রাম চুক্তি (WPPT) পরিচালনা করছে, যে চুক্তি দুটিকে প্রায়শ বলা হয় 'ইন্টারনেট

ট্রিটিজ' বা ইন্টারনেট চুক্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল কর্মে অননুমোদিত প্রবেশ ও ব্যবহার প্রতিরোধে এই ইন্টারনেট চুক্তিগুলোতে আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

নিবন্ধন বা অন্য কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষিত রাখা যায়। তবে, কোনো কোনো দেশে ঐচ্ছিক নিবন্ধনের একটি জাতীয় পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতি মালিকানা, আর্থিক লেনদেন, বিক্রি, অধিকারের স্বত্ত্ব প্রদান বা হস্তান্তর বিষয়ে বিরোধের প্রশ্নগুলো মীমাংসায় সহায়তা করে থাকে।

কপিরাইট ও সম্পর্কিত অধিকার বলবৎ করার আইনি বা প্রশাসনিক ক্ষমতা বা উপায় অনেক লেখক ও শিল্পীর থাকে না, বিশেষ করে সাহিত্য, সঙ্গীতও উপস্থাপনার বিশ্বব্যাপী ব্যবহার যখন ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে, যৌথ ব্যবস্থাপনা সংঘ বা 'সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার প্রথা অনেক দেশেই জোরোশোরেই শুরু হয়েছে। এসব সোসাইটি তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দক্ষতা এবং আইন বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করে সৃষ্টিকর্ম বা উপস্থাপনার জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত রয়্যালটি সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণে সদস্যদের সহায়তা করতে পারে। শব্দ রেকর্ডিং ও সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের প্রযোজকদের নির্দিষ্ট কিছু অধিকার যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়।

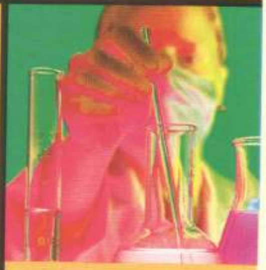

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা কী?

বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা কী?

১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন- WIPO) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। মেধা সম্পদের মালিক ও প্রণেতাদের অধিকার যেন বিশ্বব্যাপী যথাযথভাবে সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করার কাজে সহায়তা করে এ সংস্থাটি। আর এভাবেই উদ্ভাবক ও লেখক তাদের উদ্ভাবন কুশলতার জন্য স্বীকৃত ও পুরস্কৃত হয়।

আন্তর্জাতিক এই সুরক্ষা ব্যবস্থা মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহ দেয়, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সীমারেখাকে আরো প্রসারিত করে এবং সাহিত্য ও শিল্প জগৎকে সমৃদ্ধ করে। মেধা সম্পদ সম্বলিত পণ্য বিপণনের একটি স্থিতিশীল পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে এই সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্যের চাকা বেগবান করে। সমৃদ্ধিও কল্যাণের একটি সংবেদনশীল ও গ্রহণযোগ্য অস্ত্র হিসেবে মেধা সম্পদ ব্যবস্থা যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করতে WIPO এর সদস্য দেশ এবং অন্যান্য সংস্থারগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মেধা সম্পদের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবনা অনুধাবনেও সহায়তা করে সংস্থাটি।

WIPO কিভাবে মেধা সম্পদ সুরক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখে?

জাতিসংঘের অংশ হিসেবে WIPO মেধা সম্পদ অধিকার রক্ষায় আইন ও রীতি প্রণয়ন এবং সমন্বয়ের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করছে। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশের শত বছরের পুরনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক নতুন ও উন্নয়নশীল দেশ তাদের পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং কপিরাইট আইন ও পদ্ধতি উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। গত দশকে সংঘটিত বাণিজ্যের দ্রুত বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল রেখে চুক্তি সমঝোতা, আইনি ও কারিগরী সহায়তা এবং মেধা সম্পদ অধিকার কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে WIPO এসব নতুন পদ্ধতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের ক্ষেত্রে WIPO একটি বৈশ্বিক নিবন্ধন পদ্ধতি প্রদান করছে যেটা সদস্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পর্যালোচিত হচ্ছে। ব্যবহারকারী এবং সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন কিভাবে সর্বোত্তমভাবে মেটানো যায় সেটাই এই ফোরামে পর্যালোচনা করা হয়।

তৃণমূল পর্যায় থেকে নীতি নির্ধারক পর্যন্ত সবার কাছে মেধা সম্পদ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করতে WIPO এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কাজ করছে, যেন এর সুফল সুবিদিত হয়, যথাযথভাবে বোধগম্য হয় এবং সবার কাছে অভিগম্য হয়।

WIPO'র অর্থায়ন কিভাবে হয়?

অর্থায়নের দিক থেকে WIPO প্রায় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটির বার্ষিক বাজেটের ৯০ শতাংশ আসে আন্তর্জাতিক নিবন্ধন সেবা, প্রকাশনা, সালিশ নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতা কর্মকান্ডের মাধ্যমে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর চাঁদা থেকে আসে বাদবাকী অর্থ।